MIL – UNIT – 3

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিকৃতিত্ব ও কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস উনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় এক নব ধারার পথিক। বাংলা সাহিত্যের মার্জিত ক্ষেত্রে তাঁর কাব্য এক অভিনব আগন্তুক। তাঁর কবিতায় প্রেম-প্রণয় এসেছে রক্তমাংসের দেহকে কেন্দ্র করে। কোন অশরীরী প্রেম তাঁর কবিতায় স্থান পায় নি। ফলে সমকালে বাংলার গীতিকাব্যের ধারায় তাঁকে অনাহূত অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য পরিবেশে দারিদ্র্যপীড়িত দুর্বিষহ জীবনকে তাঁকে বইতে হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থায় তিনি তাঁর কণ্ঠে যে গান ধ্বনিত করেছেন, তা তাঁর অন্তর্দাহ, কামনার উত্তাপ। বিষয়কর্মে কবি ছিলেন উদাসীন। ইংরেজী বিদ্যা তাঁর বিশেষ ছিল না। দারিদ্র্য-শোক-পীড়া প্রভৃতি দুর্ভোগ তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি। তার ওপর কবি ছিলেন অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। শেষ জীবনে অসহায় রোগগ্রস্ত কবিকে ভিক্ষার মত হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) এবং 'ফুলরেণু' (১৮৯৬) যতটা খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল ততটা প্রশংসা লাভ করতে পারে নি। তাঁর কবিতায় নারীর বাসনাময় সৌন্দর্য এবং ভোগাসক্তি রয়েছে, তাতে তাঁর কবিতার প্রতি মার্জিত রুচির পাঠকের অনীহা দেখা গিয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের এককোণে তিনি পড়ে রইলেন। নারী সৌন্দর্যের এমন আবেগতপ্ত মূর্তি, এমন নিকলা দেহানুরাগকে সাগ্রহে স্বীকৃতি জানানো সমকালে দুঃসাহসের ব্যাপার। কবি কখনও

ভাবের ঘরে চুরি করেন নি। মনের কথাকে মুখের কথায় রূপ দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তার প্রেম উনিশ শতকের রোমান্টিক গীতিকবিদের অশরীরী প্রেমের ~~অ~~ কায়াহীন কল্পনামাত্র নয়; দেহের দাবীটাই এই প্রেমের বিশেষত্ব। ~~রক্ত~~ রক্তমাংসের নারীরূপের প্রতি কবির অবিচ্ছিন্ন আসক্তি। কবি বলছেন —

“ আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।”

এই যে বিশুদ্ধ কামসংহিতা, বাস্তব নারীর প্রতি বাস্তব আকাঙ্ক্ষা এর তীব্রতা সেযুগের রুচিবাগীশ পাঠক ও নীতিবাগীশ সমালোচক সহ্য করতে পারেন নি। গোবিন্দচন্দ্রের নারীরূপের এই অভিনব বন্দনা সমকালে অভিনন্দন লাভ করে নি, তাঁর ~~নায়িকা~~ নায়িকা অনেক স্থলেই গৃহলক্ষ্মী। এই বাস্তব পরিবেশে তাঁর কবিতায় একটি স্নিগ্ধ মধুর গার্হস্থ্য প্রীতিরসও লক্ষ করা যায়।

তাঁর কোনো কোনো কবিতার দু'চারটি হারানো পংক্তি এখনও পথচারী ভিখারির কণ্ঠে শোনা যায় — “স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে? এদেশ তোমার নয়; — ” কবি দারিদ্র্য-দুঃখের দ্বারা এতটাই ভারাক্রান্ত ছিলেন যে, স্থূল প্রাকৃত বাস্তবকে সব সময় সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করতে পারেন নি। আধুনিক শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। পাশ্চাত্য গীতিকবিতার দ্বারা তিনি মার্জিত হতে পারেন নি। ~~অন্যদিকে~~ অন্যদিকে ব্যক্তিগত অশান্তি তাঁকে স্থির হতে দেয়নি। তবু তাঁর 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আত্মবিবরণের পর্যায়ে পড়ে বলে তাঁকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়ে থাকে। তাঁর কবিত্ব তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে। তাঁর এই স্বভাব কোনো গ্রন্থলব্ধ বিদ্যার্জন থেকে আসে নি। তাঁর কবিপ্রেরণা

কোন লোকাতীত রোমান্টিক ভাবনা নয়, বিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই যা প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে জীবনের তত্ত্বে মিশে গেছে বলেই তাঁর লেখাগুলি সেভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে নি। তবু উনিশ-বিশ শতকের গীতিকবিতার ইতিহাস থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার উপায় নেই।